যুগান্তর

তারিখ ...... 7 MAY 2017

কলেজে ভর্তি নিয়ে উদ্বিগ্ন শিক্ষার্থী অভিভাবক

মুসতাক আহমদ

পছন্দের কলেজে ভর্তির চিন্তায় এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের চোখে ঘুম নেই। সেই সঙ্গে উদ্বিগ্ন তাদের অভিভাবকরাও। বিশেষ করে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সংকট তুলনামূলক বেশি। ভালো ফলের তুলনায় মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে আসন সংকট নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এমন পরিস্থিতি। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বলেন, ভর্তির ক্ষেত্রে কোনো আসন সমস্যা নেই। তবে ভালো মানের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম। এ কারণে ভালো ফলধারীদের ভর্তির জন্য বেশি প্রতিযোগিতা করতে হবে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতা হবে আরও বেশি। কেননা যারা ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়, তারা সাধারণত ল্যাবরেটরি ও ভাল-দক্ষ শিক্ষক আছেন এমন প্রতিষ্ঠানে এইচএসসি পড়তে চায়। তাই এসএসসি পাসের পর মফস্বলের অনেকেই ঢাকাসহ শহরমুখী হয়। সরকার এরই মধ্যে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির নীতিমালা চূড়ান্ত করেছে। আজ-কালের মধ্যে তা প্রকাশের কথা আছে। চূড়ান্ত নীতিমালা অনুযায়ী ১ জুলাই কলেজ জীবন শুরু হবে এসএসসি-সমমান উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের। এর আগে ২৯ জুন শেষ করা হবে এদের ভর্তি কার্যক্রম। আর ভর্তির জন্য আবেদন নেয়া শুরু হবে ৯ মে, শেষ হবে ৩১ মে। ৫ জুন আবেদনের ফল প্রকাশ করা হবে। এবার শিক্ষার্থীবান্ধব নীতিমালা করেছে সরকার। এতে শিক্ষার্থীদের ভর্তির টাকা লুটে নেয়ার

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

কলেজে ভর্তি নিয়ে উদ্বিগ্ন শিক্ষার্থী-অভিভাবক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রাস্তা বন্ধ করা হয়েছে।

ভালো ফলের তুলনায় মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান কম

বেশি চাপে বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী

এদিকে অনলাইনে এবং এসএমএসে ভর্তির আবেদনের ব্যবস্থা থাকলেও দুশ্চিন্তা থেকে শিক্ষার্থীদের অনেককে শনিবার বিভিন্ন কলেজে দৌড়ঝাঁপ করতে দেখা গেছে। ভিকারুননিসা, সিটি কলেজ, ঢাকা কলেজ, নটর ডেমসহ কয়েকটি কলেজে সরেজমিন দেখা গেছে, শিক্ষার্থীরা ভর্তি ও আসন সংখ্যাসহ নানা সুযোগ-সুবিধার তথ্য সংগ্রহ করছে। শনিবার সকালে রাজধানীর সিটি কলেজের সামনে আলাপকালে জাকির হোসেন নামে একজন জানান, তার ভাই এবার বরিশাল বোর্ড থেকে বিজনেস স্টাডিজে পাস করেছে। তিনি জানতে এসেছেন এ কলেজে ভর্তির ন্যূনতম শর্ত কী? কেননা অনলাইনে আবেদন হলেও সরকারি ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী কলেজগুলো ভর্তির ন্যূনতম শর্ত (জিপিএ) নির্ধারণ করতে পারবে। নাজিমউদ্দিন রোড এলাকার বাসিন্দা মামুন আহমেদ জানান, তার মেয়ে এবার অগ্রণী গার্লস স্কুল ও কলেজ থেকে এসএসসি পাস করেছে। এইচএসসি পড়তে চায় হলিক্রস কলেজে। তাই সেখানে গিয়েছিলেন ভর্তির তথ্য জানতে। কয়েক বছর ধরে হলিক্রস, নটর ডেম এবং সেন্ট যোসেফ আলাদাভাবে ভর্তি কার্যক্রম চালাচ্ছে।

এবার এসএসসিতে পাস করেছে ১১ লাখ ৫৫ হাজার ৬৮ জন শিক্ষার্থী। মাদ্রাসায় দাখিল পাস করেছে ১ লাখ ৯৩ হাজার ৫১ জন। কারিগরি বোর্ড থেকে এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল) পাস করেছে ৮৩ হাজার ৬০৩ জন। এসএসসি উত্তীর্ণ প্রায় সবাই কলেজমুখী হয়। এছাড়া মাদ্রাসা এবং কারিগরি বোর্ড থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদেরও অনেকে কলেজে ভর্তি হয়ে থাকে। অপরদিকে এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় মোট জিপিএ-৫ ধারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৪ হাজার ৭৬১ জন। এর মধ্যে প্রায় ৯৫ হাজারই বিজ্ঞানে জিপিএ-৫ পেয়েছে। জিপিএ-৫ এর চেয়ে কম কিন্তু জিপিএ-৪ এর বেশি পাওয়া শিক্ষার্থী ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৫৪৫ জন। এদেরও বেশিরভাগ বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী। মূলত এ দুটি ক্যাটাগরির শিক্ষার্থীর লক্ষ্য থাকে নামকরা বা ভালো কোনো কলেজে ভর্তি হওয়া। কিন্তু রাজধানী ও বিভাগীয় শহরগুলোসহ সারা দেশে জেলা পর্যায়ে ভালো কলেজের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম।

নাম প্রকাশ না করে বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) এক কর্মকর্তা বলেন, সারা দেশে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে মানসম্মত কলেজের সংখ্যা মাত্র ২০০। যদি উচ্চমাধ্যমিক পাঠদান করে এমন সব সরকারি কলেজ বিবেচনায় নেয়াও হয়, তাহলে এ সংখ্যা দাঁড়ায় সর্বোচ্চ ৩০০। এসব কলেজে আসন সংখ্যা সর্বোচ্চ দেড় লাখের মতো। তাই উল্লিখিত দুই ক্যাটাগরির শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে জটিলতাই অপেক্ষা করছে। অবশ্য নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তির নিয়ম করায় এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেধাবীরা অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থানে আছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। এদিকে রাজধানীতে দুই শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণী আছে। এসব কলেজে মোট আসন আছে প্রায় অর্ধলাখ। এর মধ্যে ভালো মানের ২০-২২টি কলেজে আসন প্রায় ২৫ হাজার। বিপরীত দিকে ঢাকা বোর্ডেই এবার পাস করেছে ৩ লাখ ৮৮ হাজার ৫৪০ জন। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪৯ হাজার ৪৮১ জন। এর মধ্যে ঢাকা মহানগরীর স্কুলগুলো থেকেই জিপিএ-৫ পেয়েছে প্রায় ২২ হাজার ৪৮৭। ঢাকা বোর্ডের এক কর্মকর্তা বলেন, এসব শিক্ষার্থীরই কাঙ্ক্ষিত কলেজে ভর্তির সুযোগ নেই। সেখানে বাইরে থেকে ভিড় জমালে কঠিন পরিস্থিতি হবে। ঢাকা বোর্ডের এক কর্মকর্তা বলেন, সেক্ষেত্রে ঢাকার ছাত্রছাত্রীদেরই শহর ছেড়ে যেতে হবে।

ঢাকার ১৬টি কলেজের গত বছরের ভর্তি তথ্য নিয়ে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি আবেদন জমা পড়েছিল ঢাকা সিটি কলেজে ৩১ হাজার ৫৫৮টি। ওই কলেজে মোট আসন ৩ হাজার ৩৫০টি। বিএএফ শাহিন কলেজ কুর্মিটোলা শাখায় আসন ৪৪৫টি। আবেদন পড়েছিল ১৯ হাজার ৩৩৫টি। বিএএফ শাহিন কলেজের তেজগাঁও শাখায় সমসংখ্যক আসনে ২৩ হাজার ৪৭২ জন আবেদন করেছিল। ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে ৮৫৫ আসনের বিপরীতে আবেদন করে ১৮ হাজার ২৩৫ জন। রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে ১ হাজার ৬৩৮ আসনে আবেদন পড়েছিল ২৭ হাজার ৭৭৪টি। ঢাকা কলেজে সাড়ে ১১শ' আসনে আবেদন করে ৭ হাজার ৩২৯ জন। বীরশ্রেষ্ঠ নুর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজে ১৯৩০ আসনে ১৭ হাজার ৪৪৩ জন। ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজে ৯২০টি আসনে ৫ হাজার ৮৩২ জন। আইডিয়াল স্কুল ও কলেজে (মতিঝিল) ১ হাজার ৪০০ আসনে ৭ হাজার ৮৮০টি। ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজে ২ হাজার ২০টি আসনে ১০ হাজর ৪৭০টি। গত বছর চাহিদায় শীর্ষে ছিল সশস্ত্র বাহিনী পরিচালিত কলেজগুলো আর সর্বনিম্ন স্থানে বাণিজ্যিক কলেজ। এর মধ্যে উত্তরার মাইলস্টোন কলেজে সাড়ে ৩ হাজার আসনে ১১ হাজার ৫৫০টি আবেদন পড়ে। ক্যামব্রিয়ানের নামে দুটি কলেজের একটিতে (EIIN-১৩২১৪০) ২ হাজার ১০০ আসনে আবেদন পড়ে মাত্র ৩ হাজার ৮৫৪টি। আরেকটিতে আবেদন পড়ে মাত্র ৫৭৮টি। ট্রাস্ট কলেজে আবেদন পড়েছিল ১ হাজার ৩৬২টি। হলিক্রস, নটরডেম এবং সেন্ট যোসেফ কলেজে আসন আছে প্রায় ৫ হাজার।

সরকারি হিসাব মতে, ৮ হাজার ৮৬৪ কলেজ-মাদ্রাসায় গত বছর একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিযোগ্য আসন ছিল ২১ লাখ ১৪ হাজার ২৫৬টি। শিক্ষার্থীর অভাবে সাত লাখের বেশি আসন ফাঁকা ছিল। তবে এবার আসন সংখ্যা কিছু কমেছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান। তিনি বলেন, ঢাকা বোর্ডের ৭৯টিসহ সারা দেশে শতাধিক কলেজ-মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে গড়ে ২০০ করে আসন আছে। এছাড়া যেসব প্রতিষ্ঠান গত বছর শিক্ষার্থী পায়নি, সেসবে এবার আসন কমিয়ে দেয়ার চিন্তাভাবনা আছে। জানা গেছে, গত বছর ৬৯৪ প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য ২০টির কম আবেদন পড়েছে। এর মধ্যে ২৯৪টিতে ১০টির কম আবেদন পড়েছে। আর একটিও আবেদন পরেনি এমন কলেজের সংখ্যা ছিল ৪৮টি।